যুগান্তর

তারিখ ... 7 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ২২৫ জনের পদাবনতি

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ও অর্থ পরিচালক মোল্লা মাহফুজ আল হোসাইন এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক অনুপম মোহাম্মদ শরাফীকে পদাবনতি ঘটিয়ে যথাক্রমে সহকারী ডিরেক্টর (অডিট) ও উপ-পরিচালক করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এরকম আরও ২২৫ জনকে পদাবনতি দেয়া হয়েছে। তবে এর আগে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়। পরে একই বৈঠকে পদাবনতি ঘটিয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল করে কর্তৃপক্ষ। গুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় এ তুঘলকি কাণ্ড ঘটেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আদালত অবমাননার ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েরই চাকরিচ্যুত সংক্ষুব্ধ দুই কর্মকর্তার উকিল নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেট তড়িঘড়ি এ সিদ্ধান্ত নেয়।

হাইকোর্টে ২২ ফেব্রুয়ারির এক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ এপ্রিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৯৮৮ জনকে চাকরিচ্যুত করে। আদালতের পদাবনতি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

পদাবনতি : ২২৫ জনের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রায়ে ৩ মাস আগে জোট সরকারের আমলের চাকরিচ্যুত এ ৯৮৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রায় সবাই বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, আদালতের নির্দেশনায় ২০০৪ সালের মার্চ ও অক্টোবর মাসের যারা নিয়োগপ্রাপ্ত তাদেরই চাকরি চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একই ধরনের বিজ্ঞপ্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ২২৫ জনকে চাকরিতে বহাল রাখে। আর এদের সবাই পরবর্তীতে আওয়ামী লীগপন্থী হিসেবে নিজেদের জাহির করতে সমর্থ হয়। ওই ২২৫ জনের মধ্যেই ছিলেন বর্তমান রেজিস্ট্রার মোল্লা মাহফুজ ও পরিচালক শরাফী। সিন্ডিকেট বৈঠক সূত্র জানায়, চাকরিচ্যুত দু'কর্মকর্তার উকিল নোটিশের ভিত্তিতে আদালত অবমাননার আতঙ্কে ২২৫ জনকেই চাকরিচ্যুত করা হলো। কিন্তু একইসঙ্গে তাদের আগের পদে বা ২০০৪ সালে চূড়ান্ত নিয়োগ পাওয়ার আগে এডহক ভিত্তিতে যে পদে বহাল ছিলেন, সেই পদে পদায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এটাও আদালতের অবমাননা হবে কিনা। কেননা, আদালতের রায়ে আগের পদে পুনর্বহালের নির্দেশনা ছিল না। তাছাড়া প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদ রেজিস্ট্রার থেকে একই ব্যক্তিকে সহকারী রেজিস্ট্রার পদমর্যাদার সহকারী পরিচালক পদে পদায়ন করা যায় কিনা। বিষয়টি গুক্রবার রাতেই 'টক অব দ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কাজী শহীদুল্লাহ ও প্রোভিসি অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু পাওয়া যায়নি। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীও সিন্ডিকেট সদস্য। তাকেও ফোন করে পাওয়া যায়নি। বিপরীত দিকে চাকরিচ্যুতদের নেতা নুরুল আমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানান, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত আদালত অবমাননার শামিল বলে তাদের মনে হয়েছে। আদালত খুললেই তারা অবমাননার মামলা দায়ের করবেন।